প্রতারণার ফাঁদে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান হারালো কিশোর মুন্না

প্রতারণার ফাঁদে পড়ে জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ইঞ্জিনচালিত ভ্যান হারিয়েছেন কিশোর মুন্না বিশ্বাস। পিতা-মাতা কোনো খোঁজ না নেওয়ায় তিনি নানার বাড়িতে থেকেই ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ভুক্তভোগী মুন্না বিশ্বাস ঝিনাইদহের জীবননগর উপজেলার নারানপুর গ্রামের দুখু বিশ্বাসের ছেলে। প্রতিদিনের মতো গতকাল বুধবার সকালে ভ্যান নিয়ে ভাড়া মারতে বের হয়ে এ প্রতারণার শিকার হন। এ ঘটনায় তিনি কোটচাঁদপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুন্না বিশ্বাস জানান, বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে জীবননগর ভ্যান স্ট্যান্ডে আসেন। সেখানে দুইজন যাত্রী হাসাদাহ যাওয়ার কথা বলে ভ্যান ভাড়া করেন। যাত্রীরা ভ্যানে বসে চালাতে বলেন। কিছু সময় পর তারা হাসাদাহ পৌঁছান। এরপর যাত্রীরা তাকে কোটচাঁদপুর শহরে যাওয়ার কথা বলেন।

কোটচাঁদপুরে পৌঁছে যাত্রীদের একজন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে ভ্যান রেখে মুন্নাকে বাজারের ভেতরে নিয়ে যান পাটের বস্তা কেনার কথা বলে। কিছুক্ষণ পর ওই যাত্রী মুন্নাকে নিয়ে আবার ভ্যানের কাছে ফিরলেও সেখানে ভ্যান ও অপর যাত্রীকে আর দেখতে পাননি। কিছু সময়ের মধ্যেই ওই যাত্রীটিও কৌশলে সেখান থেকে সরে পড়ে।

ভ্যান হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মুন্না। পরে তিনি তার নানাকে ফোন করলে নানা ঘটনাস্থলে এসে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

মুন্নার নানা মান্নান পাটুয়ারী বলেন, মুন্নার পিতা-মাতা জীবিত থাকলেও কেউ তার খোঁজ নেয় না। সে কারণে ছোটবেলা থেকেই সে আমার বাড়িতেই থাকে। তার আয়ের জন্য কিস্তির টাকা তুলে আমি ভ্যানটি কিনে দিয়েছিলাম। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পর ফোন করে মুন্না পুরো ঘটনা জানায়।

তিনি আরও বলেন, ভ্যানটিই ছিল মুন্নার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, তাও কিস্তির টাকায় কেনা। প্রতারক চক্র ভ্যানটি নিয়ে যাওয়ায় আমরা

এখন চরম বিপাকে পড়েছি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি (তদন্ত) খন্দকার এনায়েত আলী বলেন, ভ্যান চুরির ঘটনায় মুন্না নামের এক কিশোর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ভ্যানটি উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ঝিনাইদহে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইলেকশন অবজারভেশন মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

গতকাল বুধবার দুপুরে মিশনের লিয়াঁজো কর্মকর্তা গার্ট বিনডার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুবীর কুমার দাশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. বিল্লাল হোসেনসহ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রস্তুতি ও উদ্যোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি গার্ট বিনডারকে অবহিত করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন আসন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর আগে তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজ করবেন। গার্ট বিনডার ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থার লিয়াঁজো কর্মকর্তা হিসেবে ঝিনাইদহের নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।’

ঝিনাইদহে ব্যাংকের ভেতর থেকে ব্যবসায়ীর টাকা চুরি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সোনালী ব্যাংকের ভেতর থেকে অভিনব কৌশলে এক ব্যবসায়ীর নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

গতকাল বুধবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের কালীগঞ্জ শাখায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, কালীগঞ্জ শহরের চাপালী কুটিপাড়া এলাকার ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বুধবার দুপুরে কালীগঞ্জ সোনালী ব্যাংক শাখা-২ থেকে ৪ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। টাকা উত্তোলনের পর তিনি ক্যাশ কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে টাকা গণনার সময় বাকী টাকা একটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগে রাখেন। কিছু সময় পর তিনি দেখতে পান, তার ব্যাগটি কাটা এবং ব্যাগের ভেতরে রাখা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেই। পরে ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অজ্ঞাত পরিচয়ের তিন ব্যক্তি কৌশলে তার পাশে অবস্থান করে ব্যাগের ওপর একটি ফাইল রেখে ব্যাগ কেটে টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যায়।

ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বলেন, ‘অনেক খোঁজাখুঁজি করে চোর কিংবা টাকা উদ্ধার করতে পারিনি। পরে আইনি সহায়তা পেতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সিসিটিভি

ফুটেজ দেখে চোর শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে ঝিনাইদহের ২১ প্রত্নতত্ত স্থাপনা; দাবি সংরক্ষণের

ইতিহাস শুধু অতিতের কথা বলে না এটি কোন বিষয় বা জনপদের আত্মপরিচয় তুলে ধরে। সময়ের পরিক্রমায় কালের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝিনাইদহের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহাসিক ও হেরিটেজ স্থাপনাগুলো আজ চরম অযত্ন ও অবহেলার শিকার।

যথাযথ সংরক্ষণ ও তদারকির অভাবে জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মৃতি বহনকারী জেলার ৬ উপজেলায় ছড়িয়ে থাকা ২১টি হেরিটেজ স্থাপনাই এখন অস্তিত্ব সংকটে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত কার্যকরি উদ্যোগ না নিলে অমূল্য এসব স্থাপনাশৈলী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খুঁজতে হবে কেবল ইতিহাসের পাতায়।

নীলকুঠি থেকে রাজবাড়ি-সবখানেই অবহেলার ছাপ জেলার মহেশপুর উপজেলার খালিশপুরে অবস্থিত ১৯ শতকে নির্মিত প্রাচীন নীলকুঠি ভবনটি এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনামলের সাক্ষী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন ছিল। ২০১২ সালের ১৪ জুন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গেজেটে তালিকাভুক্ত হলেও বাস্তবে ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণে নেই কার্যকর কোনো উদ্যোগ। চুন-সুড়কি,ইট ও টালির তৈরি এই স্থাপনাটির ছাদ দিয়ে চুইয়ে পড়ে বৃষ্টির পানি,দেয়ালে ধরেছে শ্যাওলা ও বড় বড় ফাটল। অযত্নে পড়ে থাকায় ভবনের ভেতরে এখন সাপ,ব্যাঙ,শেয়াল ও কুকুরের অবাধ বিচরণ।

এটি শুধু একটি স্থাপনার চিত্র নয়। জেলার মিয়ার দালান,শৈলকুপার ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ,নলডাঙ্গা রাজবাড়ি ও মন্দির, বারোবাজারের ঐতিহাসিক বার আওলিয়ার মসজিদ,কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র ও গণিতবীদ কেপি বসুর বসতভিটাসহ জেলার তালিকাভুক্ত ২১টি হেরিটেজ

স্থাপনার অধিকাংশই আজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী।

ঐতিহাসিক ২১টি স্থাপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী,জেলার ৬টি উপজেলায় এখন পর্যন্ত মোট ২১টি ঐতিহাসিক ও প্রত্নসম্পদসমৃদ্ধ স্থাপনা হেরিটেজ তালিকাভুক্ত রয়েছে। কাগজে-কলমে এসব স্থাপনা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। মাঠপর্যায়ে দেখা যাচ্ছে,অধিকাংশ স্থাপনাই নেই কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার আওতায়। গেজেটভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব সংরক্ষণ কার্যত অনুপস্থিত।

শতবর্ষী এসব স্থাপনার অনেকগুলোই আজ সময়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। নিয়মিত সংস্কার,নিরাপত্তা বেষ্টনী,সাইনবোর্ড কিংবা পর্যবেক্ষক না থাকায় অনেক স্থাপনাই ধীরে ধীরে বিলীন হওয়ার পথে।

বিশেষজ্ঞ ও সচেতন মহলের দাবি:তারা বলছেন,শুধু গেজেট প্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো রক্ষায় প্রয়োজন নিয়মিত জরিপ ও তদারকি, দ্রুত সংস্কার পরিকল্পনা,পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ঝিনাইদহ তার মূল্যবান অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হারাতে পারে। এসব হেরিটেজ স্থাপনা শুধু অতীতের নিদর্শন নয়-এগুলো স্থানীয় পরিচয়,ইতিহাস ও সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ অবহেলা আর তদারকির অভাবে সেগুলো আজ নিঃশব্দে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তালিকাভুক্ত এ ২১টি স্থাপনাই ভবিষ্যতে কেবল নথির পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে-বাস্তবে থাকবে না কোনো চিহ্ন। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়,তবে ঝিনাইদহের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অমূল্য নিদর্শনগুলো অচিরেই হারিয়ে যাবে কালের গহ্বরে-থেকে যাবে শুধু স্মৃতি আর আফসোস।

স্থানীয়দের ক্ষোভ ও হতাশা: মহেশপুর উপজেলার রাসেল আহমেদ বলেন,‘তালিকাভুক্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি কার্যত থেমে যায়। কোনো কোনো স্থাপনা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে থাকায় সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও স্থানীয় প্রশাসন,প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও ভূমি অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরুই হয়নি।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাসিন্দা আব্দুল আজিজ বলেন, কেপিবসুর বসত ভিটা রক্ষাণাবেক্ষনের প্রশাসনের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ব্যবস্থা অদ্যবধি গ্রহণ করা হয়নি। এটি দর্শনীয় স্থান হওয়া

সত্বেও রক্ষাণাবেক্ষনের অভাবে দিন দিন এটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কালীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা ওলিয়ার রহমান বলেন, বারোবাজারের ঐতিহাসিক মসজিদগুলো প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোন তদারকি না করাই সেগুলো দিনদিন ধ্বংসের দারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে। সময় থাকতে প্রশাসন দৃষ্টি না দিলে পর্যায়ক্রমে ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাবে।

শৈলকুপার ইলা মিত্র স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য সচিব সুজন বিপ্লব বলেন,‘ইতিহাসের সাক্ষী এসব স্থাপনা রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার,নিয়মিত তদারকি ও জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজন। শুধু গেজেটভুক্ত করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। না হলে অযত্নে এগুলো একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।”

রক্ষণা-বেক্ষন নিয়ে প্রশাসনের বক্তব্য;ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা বলেন, সদর উপজেলার হরিশংকরপুরে অবস্থিত কেপিবসুর বসত ভিটা রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য ইতি মধ্যে জেলা পরিষদের কাছে একটি প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। আশা করি প্রকল্পটি পাস হলেই বাইন্ডারি প্রাচিরসহ বিল্ডিং মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। কযেকটি স্থান পরিদর্শন করেছি। পরবর্তীতে সেগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার করা হবে।

শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহাফুজুর রহমান বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। আমি শুনেছি কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের বসতবাড়ি আছে। সেটি সময় করে পরিদর্শন করবো। যদি সংস্কার করার প্রয়োজন হয় করবো।

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাদিজা আক্তার বলেন, উপজেলার খালিশপুরে অবস্থিত নীলকুঠি ভবনটি এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনামলের সাক্ষী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে দাড়িয়ে আছে। এটি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানটি দর্শনীয় স্থান হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন,‘হেরিটেজ স্থাপনাগুলো সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধাপে ধাপে সংস্কার ও তদারকির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’

ঝিনাইদহে পালিত হবে পীর হযরত ন’হুজুর কেবলার ৪৫তম ওফাত দিবস

ফুরফুরা শরীফের পীর এ কামেল, মাদারজাদ ওলি, গাওসুল ওয়াক্ত হজরত মওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী ন’হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর ৪৫তম ওফাত দিবস আজ ৭ জানুয়ারি বুধবার ।

দিবসটি যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভির্য্যের সাথে পালনের জন্য এপার বাংলা এবং ওপার বাংলায় বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় জমিয়তে জাকেরিণের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়।

দিবসটি পালনে ঝিনাইদহ শহরের আব্বাস উদ্দীন (রহঃ) সড়কস্থ ব্যাপারীপাড়া সায়াদাতিয়া খানকাহ শরীফ, ঢাকার ট্রফিক্যাল হাইওয়ে হোমস ও খুলনা শহরে বাকীবিল্লাহ ভবনে বুধবার সন্ধ্যায় সওয়াব রেসানী, জিকির, মিলাদ ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ভারতের ফুরফুরা দরবার শরীফেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। ১৯৮২ সালের এই দিনে উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীর মুজাদ্দেদে জামান হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এঁর সাহেবজাদা ন’হুজুর পীর কেবলা নামে পরিচিত ফুরফুরা শরীফের পীর হজরত মওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী (রহঃ) ভক্ত আশেকানদের কাঁদিয়ে ওফাত লাভ করেন।

দিবসটি পালনে প্রতিবছরই দুই বাংলার ভক্ত আশেকানরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করে থাকেন। হুজুরের ৪৫তম ওফাত দিবস পালনের প্রাক্কালে ন’হুজুর পীর কেবলার পৌত্র ও জমিয়তে জাকেরিণের মুখ্য নির্দেশক মওলানা মোহাঃ আল্লামা জাবিহ্হুল্লাহ (মাদ্দঃ) সিদ্দিকী এক বার্তায় ন’হুজুর কেবলার ওফাত দিবসের সওয়াব রেসানী, জিকির, মিলাদ এবং দোয়ার মাহফিল শরীক হয়ে তাঁর মুরীদ ও ভক্ত আশেকানদের অশেষ নেকী হাসিল করার আহবান জানান।

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া-রাশেদ খান

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই দেশনায়ক তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া, এমন মন্তব্য করেছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রাশেদ খান।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। রাশেদ খান জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং দলের হাইকমান্ড তাকে ঝিনাইদহ-৪ আসনে মনোনয়ন দিয়েছেন। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই তিনি এলাকায় নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসন একটি বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা। এ আসনে অতীতেও একাধিকবার ধানের শীষের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এখানকার মানুষ ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি আস্থাশীল। দলীয় সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই তাকে এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে।

রাশেদ খান আরও বলেন, ঝিনাইদহ তার নিজ জেলার এলাকা। আমি জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যেকোনো আসন থেকে নির্বাচন করতে পারেন। বিএনপির অনেক নেতাই নিজ নিজ জন্মস্থান বা পছন্দের এলাকা থেকে নির্বাচন করেন। এই আসনে একাধিক নেতা আগ্রহী ছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত দল তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

মনোনয়ন না পেয়ে যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি এবং বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করে কেউই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকবেন না।

তিনি বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই দলের প্রকৃত শক্তি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধাকারী সবাইকে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে।

রাশেদ খান আরও বলেন, এবারের নির্বাচন আগের যেকোনো নির্বাচনের

চেয়ে ভিন্ন। এখানে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ রয়েছে। ধানের শীষে যত বেশি ভোট পড়বে, তত বেশি আসন বিএনপি পাবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বাস্তবে কোনো কাজে আসবে না।

তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসনে যাকেই বিএনপি ধানের শীষের প্রার্থী করবে, তিনিই জয়ী হবেন। আমি আমার জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

শেষে তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিলে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আর সেটাই হবে দেশনায়ক তারেক রহমানকে বিজয়ী করা। বিএনপিই একমাত্র দল যাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের জনগণ ভালো থাকবে এবং তারুণ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

কোটচাঁদপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা

কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে পিজন ক্লাবে এ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপি’র

সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন আর রশিদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একরামুল হক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন।

সভা শেষে দোয়া অনুষ্ঠান ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন, কোটচাঁদপুর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মহতামিম মাওলানা নুরুন্নবী আশিকী।

ঝিনাইদহে ভিডিপি দিবস পালন

‘সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার ‘ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) দিবস পালিত হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে জেলা আনসার ভিডিপি অফিস প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উব্দোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য রালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জেলা কমান্ড্যান্ট মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আমিন উদ্দিন, শৈলকুপা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আব্দুল জলিল, মহেশপুরের সহিদুল ইসলাম, হরিণাকুন্ডুর হাসিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নির্বাচন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভিডিপির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

মহেশপুরে খাবার সংকটে কালোমুখো হনুমান

পশ্চিমা শীতল বাতাশ ধেয়ে আসছে শৈত্য প্রবাহ, প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেনা। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ কাজের সন্ধানে বাইরে যাওয়া ছাড়া ইচ্ছে করে কেউ ঘুরতেও বের হয়না। এই শীতল আবহাওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি খাবার সংকটে পড়েছে এই বিরল প্রজাতির হনুমান গুলো।

মুখে শুধু ‘আয়’ বলা মাত্রই ছুটে আসে শত শত কালোমুখো হনুমান। এমনই এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা যায় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ভবনগর গ্রামে। গ্রামজুড়ে চোখে পড়ে বিরল প্রজাতির এই কালোমূখো হনুমানের অবাধ বিচরণ—কেউ গাছে,কেউ বাড়ির ছাদে,কেউ আবার মানুষের পাশে বসে নির্ভারতার সাথে সময় কাটাচ্ছে।

একসময় এলাকায় প্রচুর ফলদ ও বনজ গাছ থাকায় খাবারের অভাব ছিল না এই বন্যপ্রাণীর। কিন্তু গাছপালা কমে যাওয়া,বাগান উজাড় হওয়া ও মানব কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে এখন খাবার সংকটে পড়েছে তারা। ফলে কখনো ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে,আবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে অনেক হনুমান।

স্থানীয় যুবক নাজমুল হোসেন নিজ উদ্যোগে প্রতিদিন সরকারি বরাদ্দকৃত খাবার তাদের সামনে পৌঁছে দেন। তবে তিনি জানান,বরাদ্দকৃত খাবার অত্যন্ত অপ্রতুল-এতে একবেলাও ঠিকভাবে খাওয়ানো যায় না শতাধিক হনুমানকে।

নাজমুল হোসেন বলেন,‘আমি ডাক দিলেই এভাবে ছুটে আসে শত শত হুনমান। ওরা এখন আমাদের পরিবারের কাছের লোকের মতোই। কিন্তু খাবারের সংকটে ওরা কষ্ট পাচ্ছে-এটাই সবচেয়ে কষ্টের।’

গরমের মৌসুমে প্রতিদিনই নানা জেলা থেকে আসে দর্শনার্থীরা। শিশু থেকে বড়-সবাই মুগ্ধ হনুমানদের কাছাকাছি দেখতে পেয়ে। তারা নিজ হাতে খাবার তুলেদেন তাদের কাছে। তবে খাবারের অভাব আর অরক্ষিত পরিবেশের কারণে কখনো কখনো হনুমান আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

দর্শনার্থী বসির আহমেদ বলেন,‘এত কাছ থেকে এতগুলো হনুমান দেখা এক অন্যরকম অনুভূতি।’

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন,‘সরকারি উদ্যোগ আরও বাড়ানো দরকার। তা না হলে একসময় হয়তো আর পাওয়া যাবে না এসব হনুমানদের।’

এবিষয়ে প্রাণ পরিবেশ প্রতিবেশ সংগঠক সুজন বিপ্লব বলেন,কালোমুখো হনুমান রক্ষায় তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ,পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ,শিকারি প্রাণীর হাত থেকে সুরক্ষা এবং স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকার ও বন বিভাগকে তাদের জন্য অভয়ারণ্য ঘোষণা এবং খাবারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে,যাতে তারা খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে না আসে এবং মানুষের সাথে সংঘাত এড়ানো যায়। যেসব অঞ্চলে কালোমুখো হনুমানের বিচরণ বেশি, সেগুলোকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা। তাদের বিচরণক্ষেত্র বা বনভূমি ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকা।আইনগত সুরক্ষায় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় মানুষদের মধ্যে হনুমান সংরক্ষণ ও তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। পশু চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের নিয়মিত দেখভালের ব্যবস্থা করতে হবে। ফসল বা অন্যান্য ক্ষতি হলে হনুমানকে মেরে ফেলা বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচার চালানো। নিরাপদ আবাসস্থলে গড়ে তুলতে বনায়ন তৈরি করতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় হনুমান নিধন বন্ধে আইনানুগ কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঝিনাইদহ জেলা ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,‘নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিদিন বন বিভাগের পক্ষ থেকে বাদাম,কলা ও সবজী খেতে দেওয়া হয়,তবে তা পর্যাপ্ত নয়। হনুমানগুলো শুধু মহেশপুর উপজেলার ভবনগর গ্রামেই থাকে। জেলার অন্য কোন উপজেলায় তাদের অবস্থান নেই। মাঝে মধ্যে খাবারের অভাবে এদিক সেদিক ছুটে যায়। তবে এ জেলায় সামাজিক বনায়ন ছাড়া কোন বন নেই। ১০ বছর আগে সামাজিক বনায়নের পরিমাণ ছিল শতকরা ১৪.২ একর। তবে বর্তমানে তা অনেক কমে গেছে। বনায়নের সঠিক কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। কেউ হনুমান শিকার করলে বা ক্ষতির চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন,জেলায় বন না থাকায় হনুমানের অভয়ারণ্য ঘোষণা করার কোন সুযোগ নেই।’

তবে বাস্তবতা বলছে অন্য কথা। বন বিভাগের হিসাবে বর্তমানে ভবনগর গ্রামে রয়েছে দুই শতাধিক কালোমুখো হনুমান। অথচ একসময় ছিল দ্বিগুণেরও বেশি। প্রাকৃতিক আবাস ধ্বংস,খাবার সংকট আর মানবসৃষ্ট

বৈরী পরিবেশে প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমছে।

পরিবেশবিদদের মতে,এভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে এই বিরল প্রজাতির হনুমান,ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্রও। তাই সবার আগে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত সংরক্ষণ উদ্যোগ,খাবারের স্থায়ী ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা।

হরিণাকুণ্ডুতে গলায় ফাঁস দিয়ে কৃষকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে সাইদুর রহমান (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার তাহেরহুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান তাহেরহুদা গ্রামের মৃত সাবান আলী জোয়ার্দ্দার এর মেজ ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে শনিবার রাতে পারিবারিক কলহের জের ধরে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সাইদুর।

পরবর্তীতে প্রতিবেশীরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাড়ির পাশে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর দেখা যায় অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। পরে তারা পুলিশে খবর দেয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ গোলাম কিবরিয়া বলেন, খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছি, অত্মহত্য মনে হচ্ছে তবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি।